দৈনিক ইত্তেফাক

013

তারিখ 02 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৮ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রশ্নে অপ্রীতিকর ঘটনা

(চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

১লা ফেব্রুয়ারী—আজ রাত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে, আজ সকালে একদল উশৃংখল যুবক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ভাইস চ্যান্সেলর-এর শহরস্থ বাসভবন আক্রমণ করে এবং তাঁহার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আক্রমণকারীরা তাঁহার বাসভবন ঘেরাও করিয়া দরজা-জানালার কাঁচ ও আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর করে এবং ককটেল ফাটায়। ঘটনার সময় অসুস্থ ভাইস চ্যান্সেলরকে দেখার জন্য আগত কয়েকজন শিক্ষককেও তাহারা অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার দাবী জানায়। এক পর্যায়ে ভাইস চ্যান্সেলর তাঁহার নিজের, পরিবারের সদস্য ও উপস্থিত সহকর্মীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া অনন্যোপায় হইয়া অস্ত্রধারী যুবকদের চাপের মুখে আগামীকাল ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে হল ও ক্লাসসমূহ খুলিয়া দেওয়ার

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

লিখিত আদেশ দিতে বাধ্য হন। পরে উক্ত আদেশসহ উশৃংখল ছাত্রর রেজিষ্ট্রারকে তাহাদের সহিত নিয়া উক্ত আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরিয়া যায় এবং তাহার নিকট হইতেও চাপ প্রয়োগ করিয়া একটি বিবৃতি স্বাক্ষর করাইয়া লয়। পরবর্তীতে ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর, শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসনের সহিত যোগাযোগ করেন। সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হইয়া চ্যান্সেলর অস্ত্রধারীদের চাপের মুখে দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার পূর্বতন আদেশ প্রত্যাহার করিয়া নিতে বলেন। অতঃপর এই আদেশ অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলর পূর্বেকার জোরপূর্বক আদায়কৃত আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেজিষ্ট্রারকে নির্দেশ দেন। বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ যথাশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া আনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হল এবং ক্লাসসমূহ খোলার ব্যাপারে ইতিমধ্যে প্রশাসন আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য আজ রাত্রে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আজ সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আজকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার এবং সিণ্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত ৭ দফা সুপারিশমালা আশু বাস্তবায়নের দাবীতে ভাইস চ্যান্সেলরের শহরস্থ বাসভবনে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু ভাইসচ্যান্সেলর অসুস্থতার কারণে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাতে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহারা শ্লোগানের মাধ্যমে আজকের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়া না হইলে সেখানে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত জানায়। এক পর্যায়ে ভাইস চ্যান্সেলরের লেখা একটি কাগজ আনিয়া রেজিষ্ট্রার অপেক্ষমাণ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়া শোনান। উহাতে ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল ও ক্লাস খুলিয়া দেওয়ার কথা বলা হয়। পরে সেখান হইতে রেজিষ্ট্রার ছাত্রদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফিরিয়া যান। বিকাল ২ টায় রেজিষ্ট্রার ক্যাম্পাসে তাহার কক্ষে ১০ ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানান যে, ভাইস চ্যান্সেলর তাহাকে টেলিফোনে চ্যান্সেলরের আদেশের কথা জানাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্পর্কিত তাহার লিখিত নির্দেশটি স্থগিত ঘোষণার জন্য বলিয়াছেন।

সংগ্রামী ছাত্রঐক্য এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিশেষ মহলের স্বার্থে ভাইস চ্যান্সেলরের এহেন ভাওতাবাজি ও স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন সিণ্ডিকেট সদস্য হায়াত হোসেন, আফতাব আহমদ ও ফজলে হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে ভাইস চ্যান্সেলরের খামখেয়ালীপনা, ঘন ঘন সিদ্ধান্ত বদল এবং কালক্ষেপণের কৌশল অবলম্বনের ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অসহনীয় ও বর্ণনাতীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করেন।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পরিষদ পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, আজ সকাল ১১টায় কতিপয় উচ্ছৃংখল ছাত্র ভাইস চ্যান্সেলরের শহরস্থ বাসভবন ঘেরাও করিয়া অস্ত্রের মুখে ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট হইতে জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে লিখিত নির্দেশ আদায় করে। তাহারা ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের আসবাবপত্র ও দরজা-জানালা ভাঙচুর করে এবং ককটেল ফাটায়। পরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ইসলামী ছাত্র শিবির ও সাধারণ-ছাত্র আন্দোলন পরিষদ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা দিয়া ইহার নিন্দা ও দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের দাবী জানায়। অপরদিকে চান্দগাঁও থানা পুলিশ জানায়, বেলা ১২টার দিকে একদল যুবক ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ীতে চড়াও হইয়া ইটপাটকেল ছোঁড়ে।